দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 APR 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

025

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

—জনৈক শিক্ষক

ইসলামী ছাত্র শিবির নিয়ন্ত্রিত" চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবারের ভর্তি পরীক্ষাগুলো গতবারের মতই সম্পূর্ণভাবে শিবিরের নিয়ন্ত্রণেই অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে পহেলা বৈশাখের দিনই প্রথম তথা 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া ক, খ, গ, ঘ অর্থাৎ চারটি ইউনিটের জন্য যেভাবে ভর্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে তা নিয়েও শিক্ষক মহলে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এবং শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে উপাচার্যের নিকট অভিযোগ করা হলেও কোন ফল হয়নি। ভর্তি পরীক্ষার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই একমাত্র ইসলামী ছাত্র শিবিরই প্রত্যেক ইউনিটের জন্য ভর্তি গাইড প্রকাশ করে এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী ষ্টল বা বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে এসব বই বিক্রি করে। অন্য কোন সংগঠনকে এই সুযোগ দেয়া হয়নি। ছাত্র ইউনিয়ন প্রথমদিকে একবার উদ্যোগ নিলে শিবির কর্মীরা তাদের ষ্টলের উপর আক্রমণ চালিয়ে তা ভেঙ্গে দেয় এবং দু'দিন পর ইউনিয়নের সহ-সভাপতিকে বেদমভাবে প্রহার করে। অনেকেই আশংকা প্রকাশ করছেন যে, এই প্রক্রিয়ায় আর দু'এক বছর ভর্তি পরীক্ষা চলতে থাকলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সদস্য, কর্মী বা সমর্থক ছাড়া আর কারো স্থান হবে না।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রীনিবাস শামসুন্নাহার হলের নতুন প্রভোষ্ট নিয়োগ নিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর ঘনিষ্ঠ লোক হিসাবে পরিচিত লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব আবদুন নূরকে গত ২১শে মার্চ শুধু শামসুন্নাহার হলের প্রভোষ্টই নিয়োগ করা হয়নি তার দু'সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ৫ এপ্রিল প্রভোষ্ট ক্যাটাগরি থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিণ্ডিকেট সদস্যও করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনী পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করেই উপাচার্য এ কাজটি করেছেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩-এর সংশ্লিষ্ট ধারা লংঘন করেই এটা করা হয়েছে। এখানে প্রত্যেক ক্যাটাগরির প্রতিটি নির্বাচনে শুধু ঐ ক্যাটাগরির শিক্ষকদেরই ভোটার করা হয় যেমন একজন প্রভোস্ট প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু ছয়জন প্রভোস্ট বা ডীনদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু চারজন ডীনকে ভোটার করা হয় যদিও এ্যাক্টের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী সকল শিক্ষকেরই ভোটার হওয়ার কথা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই হয়ে থাকে।

এই সুযোগে জনাব আবদুন নূর যিনি এর আগে একাধিক নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন এবার বিনা নির্বাচনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী পর্ষদ তথা সিণ্ডিকেটের সদস্য পদ লাভ করেন। তার আগে রাতারাতি অর্থাৎ নির্বাচনের নোটিশ দেয়ার সাথে সাথেই ২১শে মার্চ সকাল বেলায় তাঁকে প্রভোষ্ট নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক মহলে এমন অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় যে, শুধু মাত্র একজন ছাড়া শামসুন্নাহার হলের সব কয়জন হাউস টিউটর পদত্যাগ করেছেন বলে জানা যায়। বয়স এবং যোগ্যতার প্রশ্ন ছাড়াও তথাকথিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদের সদস্য সচিব হিসাবে সাম্প্রতিককালে তার কার্যকলাপ, বিশেষ করে একটি মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক শিক্ষক নিগ্রহ ও অন্যান্য অপকর্মের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন দানের ফলে তিনি শিক্ষক ও ছাত্র মহলে যথেষ্ট বিতর্কিত হয়ে ওঠেন। উপাচার্যের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ফলে তিনি দলীয় শিক্ষকদের মধ্যেও যথেষ্ট বিতর্কিত হয়ে উঠেছেন বলে জানা যায়। হাউস টিউটরসহ দলের কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষককে ডিঙ্গিয়ে তাঁকে প্রভোষ্ট নিয়োগ করার বিষয়টি তারাও ভালোভাবে নিতে পারেননি।

এদিকে মহিলা হলে মহিলা প্রভোষ্ট নিয়োগ সম্পর্কিত ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবীকে উপেক্ষা করায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং তারা শামসুন্নাহার হলের প্রভোষ্টপদ থেকে জনাব আবদুন নূরের অপসারণ দাবী করে উপাচার্যের সাথে দেখা করলে তিনি কিছু দিন সময় চেয়েছেন বলে জানা যায়।